ব্রি-৪৮ ধানে ১১০ দিনেও ফুল না আসা বিষয়ে পরিদর্শণ রিপোর্ট

গত ২০ আগস্ট ২০১৪ খ্রিঃ প্রকাশিত প্রথম আলো পত্রিকায় নাটোরের গুরুদাসপুরে বি-৪৮ ধানের ১১০ দিনেও ফুল না আসার ব্যাপারে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হলে মহাপরিচালক মহোদয়ের কাছে ব্যাপারটি অবগত করি। মহাপরিচালক ডিএই এবং ব্রি এর নির্দেশে উপ-পরিচালক, ডিএই, নাটোর জনাব রহমাতুল্লাহ সরকার, উপজেলা কৃষি অফিসার, গুরুদাসপুর, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারি কৃষি অফিসার এবং কৃষক মোঃ হাবিবুর রহমান সহ উক্ত মাঠ পরিদর্শণ করি। পরিদর্শণকালে এলাকার আরও অনেক কৃষক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রথমেই আমরা কৃষকদেরকে অবগতির জন্য জানাই যে ব্রি-৪৮ ধান বলতে কোন ধানের জাত নেই। তখন কৃষকরা জানান যে তারা বীজ ডিলারের কাছ থেকে ব্রিধান৪৮ হিসাবে বীজ ক্রয় করেছেন। মোঃ হাবিবুর রহমান জানান যে তিনি ২১ এপ্রিল বীজতলায় বীজ বপণ করেছেন এবং ২১ দিনের চারা ১২ মে রোপণ করেছেন। পরিদর্শণকালে আমরা ধানগাছে কাইচ থোর আসার কোন লক্ষণ দেখতে পাইনি যদিও ঐ সময় গাছের বয়স ১২০ দিন ছিল। ধানগাছগুলোকে ব্রিধান৪৬ এর মত মনে হচ্ছে যেটি আসলে একটি আলোক সংবেদনশীল আমন মৌসুমের জাত এবং এ মৌসুমে তার ফুল আসার কোন সম্ভাবনা নেই। পরিদর্শণকালে ধান গাছে খোল পোড়া রোগের আক্রমন লক্ষণ করা গেছে এবং কৃষকদেরকে নেটিভো বা টিল্ট এ ধরনের ছত্রাক নাশক প্রয়োগ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। মাঠ পরিদর্শনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাঝে মধ্যেই মহাপরিচালক মহোদয়, ডিএই এবং ব্রি আমাদের পরিদর্শণ দল এবং কৃষকদের সাথেও সেল ফোনে আলাপ করেছেন। পরিদর্শণকালে আমরা জানার চেষ্টা করি যে তারা কেন এই ধানের বীজ এত বেশী দামে অর্থাৎ প্রতি কেজি ২১০ (দু'শত দশ) টাকা দরে কিনেছেন। তারা জানান যে ঐ সময় বীজের খুব অভাব ছিল কিন্তু আমাদের কাছে বিষয়টি রহস্যজনক মনে হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কৃষক এবং স্থানীয় কৃষি বিভাগকে মাঠটি আমন মৌসুম পর্যন্ত নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখার পরামর্শ দেয়া হয়।